দাদা ও দিদি।

(রঙ্গনাট্য)

[কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা,
জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪।

মূল্য ।০ চারি আনা

প্রস্তাবনা।

রঙ্গ-পট।

শ্রী-রঙ্গিনীগণ।

গীত।

চন্দ্র কিরণ মাথে।
রবি ভ্রমে ভাই ভুলোনা ভুলোনা,
নিশীথে চলনা বিপথে।
ওই যে দেখিছ মৃদু শশাঙ্ক
ওই যে দেখিছ তারা,
ওরাই তোমারে, ফেলিয়া আঁধারে
করিবে হে দিশেহারা।
কোন পথে যাবে কেহ না বলিবে
কেহ না লইবে সাথে।
যা ছিল তোমার যা আছে তোমার
তাই লয়ে সুখী হও হে
থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ
কেন পরে ভর দাও হে
রবিত জাগিবে যেমন জাগে হে
প্রতি অরুণিম প্রাতে
দিবসের চলা দিবসে সার হে
কি হেতু চলিছ রাতে॥

দাদা ও দিদি।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রদ্বীপ।

চন্দ্রদ্বীপবাসিগণ।

১ম পুরুষ। প্রাণ যায়—বাঁচবার কি উপায় ?

২য় পু। নিরুপায়—কাজ দাও, কাজ দাও ক'রে সমস্ত দেশ ঘুরে এলুম, কোথাও কাজ পেলুম না।

১ম পু। য়্যাঁ! তাহ'লে উপায়! খেতে না পেয়ে প্রাণ যায়। কোথাও কাজ মিললো না ?

৩য় পু। কোথায় মিলবে! দেশময় পাহাড়, দেশময় বরফ। গাছে বরফ, ফলে বরফ, ফুলে বরফ। খোরাক বরফ চাপা। সমস্ত দিন রাত কুড়ুল দিয়ে বরফ চেলা কর্‌লুম—ফুরুতে পার্‌লুম না—খোরাক পেলুম না—প্রাণ যায়!

সকলে। প্রাণ যায়—বাঁচবার কি উপায়।

৪র্থ পু। যাঁর যার কাছে খোরাক আছে, তার তার কাছে গিয়েছি, কাজ চেয়েছি—কিন্তু হায়! কেবল গাল খেয়েছি।

সকলে। পাহাড় কাটো—খোরাক সন্ধান কর।

২য় পু। কেটেছি, কেটেছি—দিন রাত কেটেছি—হপ্তা হপ্তা

কেটেছি। অনাহারে মরিয়া হয়ে কেটেছি। পাথরের ওপর পাথর, খোরাক নেই।

১ম স্ত্রী। খাই খাই ক'রে দিন গেল, তবু খোরাক না এলো!

২য় স্ত্রী। চোখের জল জমে বরফ হ'ল, তবু খোরাক না এলো!

৩য় স্ত্রী। হাতের যন্ত্র হাতে এঁটে গেল, তবু খোরাক না এলো।

(তক্ষকের প্রবেশ)

পুরুষগণ। এই আমাদের চাঁই আসছে। খবর নাও—খবর নাও—কোথায় খোরাক খবর নাও।

স্ত্রীগণ। চাঁই! কাম দাও—খোরাক দাও।

তক্ষক। ভাই, সন্ধান ক'রে হতাশ হয়ে এলুম—কোথাও কাজ মিললো না!

স্ত্রীগণ। মিললো না!

তক্ষক। সমস্ত দেশ ঘুরে এলুম—কোথাও খোরাক মিললো না।

পুরুষগণ। তাহ'লে উপায়—আর যে আমরা বাঁচি না!

তক্ষক। এ দ্বীপে আর আমাদের খোরাক নেই। সমস্ত দেশ বরফে ছেয়ে গেছে। সূর্য্যের কিরণে বরফ ঝরছে, ঘর বরফ, পথ বরফ, পাহাড় বরফ। ফল বরফ, ফুল বরফ, শস্য বরফ।

স্ত্রীগণ। শুনে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বরফ হয়ে জমে গেল।

তক্ষক। চাঁদে আর আমাদের ঠাঁই নেই। এই বেলা মানে মানে পথ দেখ—দেশের সন্ধান কর।

সকলে। কোথায় দেশ—কোথায় দেশ!

১ম স্ত্রী। ওগো! সে সোণার দেশ কোথায় বলে দাও।

তক্ষক। একটু অপেক্ষা কর। প্রিয়তমা শঙ্খিনীর ওপর দেশের সন্ধানের ভার দিয়েছি। তিনি অতি আকুল প্রাণে, সজল নয়নে চক্ষে দুরবীণ্ লাগিয়ে দেশের সন্ধান করছেন।

(শঙ্খিনীর প্রবেশ)

গীত।

ওগো মিলেছে সন্ধান।

আঁধারে আঁধারে ঘুরে চেয়ে দেখি বহু দূরে
আকাশে ভেসেছে এক স্থান।
কিবা রমণীয় কিবা কমনীয়
কিবা সুধাসম লোভনীয় ভেসে এলো গান
ওগো আকুল করিল মোর প্রাণ॥

শঙ্খিনী। মিলেছে—মিলেছে—হট্টমালা—হট্টমালা।

সকলে। কোথায়—কোথায়?

স্ত্রী। হট্টমালা—হট্টমালা—নাম শুনেই পেটের জ্বালা অর্দ্ধেক কমে গেল।

সকলে। কোথায় চাঁই রাণী—কোথায়?

তক্ষক। হট্টমালা? কই দেখি। (শঙ্খিনীর নিকট হইতে দূরবীণ গ্রহণ)

সকলে। দেখ চাঁই! শিগ্গির দেখ।

তক্ষক। তাইত, তাইত! একি! একি সোণার দেশ—

সোণার ঠাট, সোণার মাঠ, সোণার বাট—সোণার জলে নাম লেখা হট্টমালা!

স্ত্রী। ওগো! আমি একবার দেখি—ওগো! আমি একবার দেখি।

তক্ষক। দেখ—দেখ—(হাস্য) দেখ প্রিয় সুন্দরি! দূরবীণ নিয়ে চোক ভরে, প্রাণ ভরে দেখ। (দূরবীণ দান)

সকলে। বস্ বস্—মিলেছে—মিলেছে।

স্ত্রীগণ। (দেখিতে দেখিতে) চল যাই হট্টমালার দেশে।

তক্ষক। ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত হয়ো না। যাবো বললেই যাওয়া হবে না। আকাশ সাগরে ভাসতে হবে—অনেক ক্ষীরসমুদ্রের ঢেউ খেতে হবে। অনেক নক্ষত্র তারা উল্কার ভেতর দিয়ে, তয়ে তয়ে তরী বেয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা এক কাজ কর। সবাই মিলে হাতাহাতি ক'রে, শিগ্‌গির আমাদের একটা বেলুন তইরি ক'রে দাও।

সকলে। বেশ বেশ—চল চাঁই, তোমাদের জন্যে বেলুন তইরি করে দিই গে।

গীত।

চল যাই হট্টমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে
তারা হীরেয় দাঁত ঘসে
রুইমাছ পটোল তাদের ভারে ভারে আসে।
তারা চোখ বুজে সই চুপ ক'রে ওই রয়েছে বসে
দিচ্ছে তুলে অন্নমেরু গরাসে গরাসে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হট্টমালা।—চন্দ্রালোকিত উত্থান।

চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখা।

চিত্র। মহারাজ!

চন্দ্র। কি প্রাণেশ্বরী!

চিত্র। কি সুন্দর রজনী!

চন্দ্র। কি তর তর গামিনী কাদম্বিনী!

চিত্র। তার পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে তরতর করে কি ভেসে-যাওয়া চাঁদ।

চন্দ্র। ঠিক বলেছ, ওইটে আমি এতক্ষণ দেখতে পাইনি। কেন না আমি মনে করেছিলুম, চাঁদ আমার পশ্চাদ্ভাগে ঘুরচে!

চিত্র। ঠিক যেন রাসোত্থানে, ঘন মেঘের বরণ কালাচাঁদের কাঁধে, অভিমানিনী কৌমুদী-বরণী রাধা। অর্থাৎ আমি যেরূপ পতিপ্রেম-পাগলিনী—তাতে আমার অবস্থার সঙ্গে চাঁদের অবস্থার কতকটা মিল খাচ্ছে।

চন্দ্র। অর্থাৎ, চাঁদকে দেখে তোমার মনে হচ্ছে যেন আমার কাঁধে চেপে তুমি বৃন্দাবনে মালপো খাচ্ছ।

চিত্র। আমার অমন নীচু নজর নয়। মথুরা বৃন্দাবন? বাড়ীর দোর-গোড়ায়? আরে ছি! আমার একেবারে নীলগগন—তাতে আরোহণ—আর চাঁদের বুকে সন্তরণ! ছি তুমি বড় গদ্যময়—আমার এই অপূর্ব্ব প্রেমময় কবিতাময় ভাবটা বুঝতে পারলে না!

চন্দ্র। কেমন ক'রে পারবো! মা বসুমতী করুণাময়ী, ভারে

ভারে ধনরত্ন শস্য সম্পদ ঢেলে দিচ্ছেন—অতি সামান্য আয়াসে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল, বাগানে বাগানে ফুল, ক্ষেতে ক্ষেতে ধান—অল্পে সন্তুষ্ট পরিশ্রমী প্রজা ভারে ভারে ক্ষীর দই, অন্ন বস্ত্র এনে তোমাকে জোগাচ্ছে,—এমন সুখের সময়েও যে তোমার সহসা চাঁদে চড়বার সাধ হবে, তা কেমন ক'রে বুঝবো!

চিত্র। পতির কাঁধে চড়া, ওত সতীদের মৌরসী করা সাধ। স্বয়ং সতীরাণী দাক্ষায়ণী জীবন্তে সুবিধে করতে পারলেন না বলে, মরে পতির কাঁধে চেপে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—এত একটা জানা কথা। শেষে জন্ম পালটে পতির বুকে চেপে, হদ্দ থানেক লোল-রসনা বার করে জগতের সতীকে বুঝিয়েছিলেন, তোমরা সব অম্লান বদনে পতির বুকে পা দিতে পার, তোমাদের সকলের লজ্জার ভার আমি নিজে গ্রহণ ক'রে, এই জিভ বার ক'রে বসেছি। আর রাধাসতীর কথাত তুমি নিজেই প্রকাশ করে ফেলেছ। সে কিং ভাব! মনে হচ্ছে তার এখনও ভাবাবেশে প্রাণটা যেন তেউড়ে মেউড়ে উঠছে।

চন্দ্র। ও বাবা! তেউড়োনা, তেউড়োনা—পূর্ব্ব যুগে ওর নাম ছিল ভাবাবেশ, আর বর্ত্তমান যুগে ওর নাম হয়েছে ভূতে পাওয়া। ওর অসুধ বড় সুকঠোর—খড়ম—

চিত্র। এখনও ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার স্কন্ধে আরোহণ করে ওই চাঁদের কাছে উড়ে যাই।

চন্দ্র। বটে, বটে—তার পর!

চিত্র। তার পর—তোমাকে বলে লাভ কি? তোমাতে কি আর রসমাধুর্য্য আছে যে, বললে বুঝবে!

চন্দ্র। কেন থাকবে না—এই তুমি সেখানে গিয়ে কি

করবে বলি শোন না—তুমি সেই চন্দ্রিকা কিরণে অঙ্গ মিশিয়ে টপ্পা গাইতে গাইতে, চাঁদের গায়ে ঢু মারবে, অবশেষে চাঁদের নোলক হয়ে দুলতে দুলতে আমাকে দেখা দেবে—আর গাইবে—'বঁধু কি আর বলিব আমি'—

চিত্র। উঃ! চাঁদটা যেন আজ কেমন কেমন হাসছে।

চন্দ্র। আসল কথা—হট্টমালাটা তোমার আর ভাল লাগছে না।

চিত্র। কেমন ক'রে লাগবে! হট্টমালার সব ভাল, কেবল বারোমাস চাঁদের আলো নেই।

চন্দ্র। ঠিক বলেছ, এতকাল এ কথাটা আমার মনেই হয়নি। আমাদের এই যে একটা প্রকাণ্ড অভাব তাতো আমরা জানতুম না।

চিত্র। ফি অমাবস্যায় অন্ধকার!

চন্দ্র। দেখ দেখি চাঁদের কত বড় অন্যায়! বড় জোর না হয় দু'টো একটা অমাবস্যা ফাঁক দে।

চিত্র। তার ওপরে বাদলা না হ'লে ধান হয় না।

চন্দ্র। ঠিক বলেছ, বাদলা না হ'লে ধান হয় না।

চিত্র। ওদিকে ক্ষেতে ধানও গজাবে, এদিকে কাদায় হাঁটু বুড়ে যাবে। ছি, ছি, দু'মুটো চালের জন্যে শ্রীপদপঙ্কজে পঙ্ক!

চন্দ্র। ঠিক বলেছ প্রাণেশ্বরী! তোমার কৃপায় আমি এখন হট্টমালার নানা দোষ দেখতে পাচ্ছি। ধান হবিত গাছে হ, না হয় পাহাড়ে হ।

চিত্র। অতদূরই বা কেন, একেবারে মরাইয়ের ভেতর গিয়ে হ—মাঠে কেন? ধানটাও হবার সময় হবে, আর মেঘে মেদিনী ছেয়ে ফেলবে!

চন্দ্র। মেঘ হ'লি, সময় বুঝে হলি। রদ্দুর মাথায় লাগলো—অমনি এসে ছাতা ধরলি।

চিত্র। আর চাঁদও উঠলো, অমনি ফর ফর করে উড়ে গেলি।

চন্দ্র। মনটা যখন নিঝুম মেরে গেছে, তখন গুড় গুড় ক'রে দু'টো মিষ্টি আওয়াজ দিয়ে মনটা আবার চাঙ্গা ক'রে দিলি।

চিত্র। হ'লবা দু'টো ইলশে গুঁড়ুনি—

চন্দ্র। বস্। হট্টমালার দেখছি নানা দোষ।

চিত্র। চাঁদে বোধ হয় বারোমাসই আলো?

চন্দ্র। কোনও রকমে চাঁদে একবার যাওয়া যায়!

চিত্র। রাবণ রাজা ম'ল, স্বর্গের সিঁড়িটে ক'রে মরত!

চন্দ্র। বেশ, আমরাই না হয় সিঁড়ি প্রস্তুত করি।

(ত্রিজটার প্রবেশ।)

ত্রিজটা। ও বাবা! ফানুষের ভেতর মানুষ!

চিত্র। কি বলছিস্!

ত্রিজটা। তাইত বলি, টিপ্ করে শব্দ হ'ল কেন! ও বাবা! ফানুষের ভেতর মানুষ!

চন্দ্র। ফানুষের ভেতর মানুষ কি?

ত্রিজটা। ও বড় ঠাকুর—ও ঠাকুরাণ! দেখবে এস দেখবে এস—ফানুষের ভেতর মানুষ! টিপ করে শব্দ হ'ল শুনে ভাদ্দর মাসের পাকা তাল পড়েছে মনে করে কুড়ুতে গেলুম। গিয়ে কি লজ্জা! ফানুষের ভেতর মানুষ!

উভয়ে। আরে ম'ল! কি পাগলের মতন বলছিস্!

ত্রিজটা। হাত দিয়ে দেখি যেন ব্রহ্মতাল—নেড়েচেড়ে দেখি

যেন কুপো—তুলতে দেখি শুশুক—কালো কালো, ফুলো ফুলো, গোলালো গোলালো—তারপর দেখি—ও বাবা! এক জোড়া মানুষ—এক পরী, এক পর্‌রা। আহা কি চেহারা! কি মিষ্টি হাসি—কি রূপসী! এস এস, দেখবে এসো দেখবে এসো। বলে আমরা চাঁদের দেশ থেকে এসেছি।

উভয়ে। য়্যাঁ বলিস্ কি!

ত্রিজটা। দেখবে এস—দেখবে এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

পল্লী-পথ।

কর্ম্মানন্দ।

কর্ম্ম। জাননা মূর্খ! এ অসন্তোষের পরিণাম কি! এমন ফল-জল-শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, এমন কুসুম-কানন-বাহিনী স্রোতস্বিনী, এমন মরীচিমালীর সপ্তবর্ণ-রঙ্গময়ী শিখরিণী—এতেও তোমাদের মন উঠল না! এমন ওষধিপূর্ণ উপত্যকা, সুবর্ণরাশিপূর্ণ শৈলমালা, মুক্তাপূর্ণ জলনিধি—এ পেয়েও তোমাদের তৃপ্তি হ'লনা। তাই যার বহিরাবরণ শুধু সুন্দর—নির্ম্মম কঠোর অভ্যন্তর, একপার্শ্বে তরুলতা শূন্য, জীবশূন্য চির-অনাবৃত, চির অন্ধকার কবলিত তুষার প্রান্তর—উত্তাপহীন প্রাণহীন সেই চন্দ্রলোকে যেতে তোমাদের সাধ হ'ল! তবে যাও। ভগবান কারও ঐকান্তিক কামনা কখন অপূর্ণ রাখেন না। যা পেতে চাচ্ছ, তা তোমার দ্বারদেশে এসে

উপস্থিত হয়েছে। তাকে আলিঙ্গন কর, আর বক্ষের পঞ্জরে পঞ্জরে সে সাগ্রহ আলিঙ্গনের ফলভোগ কর। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ঘনাবর্ত্তে কাদম্বিনী তোমাদের অদৃষ্ট আকাশ আচ্ছন্ন করতে আসছে। সে অন্ধকারে, সে দুর্দ্দিনে কর্ম্ম লয় পাবে, ধর্ম্ম শুধু নামে অবস্থিতি করবে। থাকবে কি—অবসন্ন-হস্তপদ কর্ম্মহীনের মুখবিনির্গত কতকগুলো নিরর্থক বাণী। শুধু ভিখারীর সম্বল—সমস্বরে তারস্বরে চীৎকার। আশ্রয়হীন সম্বলহীন ভিখারীর সে দুর্দ্দিন আমি চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।

(কমলার প্রবেশ।)

কমলা। তাইত! আমার মনটা কেমন কেমন করছে কেন? শরীরটা এমন থাকচে থাকচে অবসন্ন হচ্ছে কেন? চোক দু'টো কেমন যেন পলক ভারে জড়িয়ে আসছে। একি! চাঁদ যেন কাঁপছে—প্রকৃতিও যেন চাঁদের কিরণে আপনাকে প্রপীড়িত বোধ করছে। তরুপত্রের মৃদুল পবনভারও যেন সহ্য হচ্ছে না—যেন বিরক্তি সহকারে বলছে, কি কর—আমাদের একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতে দাও। কেন এমন হল! এমন হাস্যময়ী প্রকৃতি প্রফুল্ল চন্দ্র কিরণেও হঠাৎ এমন ম্লান হ'ল কেন? তাইত! পিতা যে আমার যোগে বসেছিলেন। তাঁর যোগভঙ্গ করলে কে! এমন ত কখন হয়না। পিতার আমার এমন অসময়েত ধ্যানভঙ্গ হয়না। পিতা গেলেন কোথায়! কে তাঁর আশ্রমপীড়া উৎপন্ন করলে!

কর্ম্ম। কমলা!

কমলা। কে, পিতা?

কর্ম্ম। কি দেখছ ?

কমলা। কেন পিতা এমন দেখছি—চন্দ্রালোকেও আকাশ ম্লান, প্রকৃতি বিষণ্ণ, আপনার ধ্যান ভঙ্গ !

কর্ম্ম। চল হিমালয়ে যাই।

কমলা। তাহ'লে এই যে বসুন্ধরা বক্ষে মলিনতা, এই যে কৌমুদী অঙ্গে বিষাদ রেখা, এই যা সব দেখছি, একি তবে আমার চোখের দোষ নয় ?

কর্ম্ম। যা দেখছ, তা সত্য। এখনও দেখতে পাচ্ছ, এর পরে আর পাবে না। চক্ষু জলে ভরে যাবে। চল হিমালয়ে যাই।

কমলা। এখানে থাকা কি আপনার অসুবিধা বোধ হবে ?

কর্ম্ম। হবে কি, এখনি হচ্ছে। দূরে একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছনা ?

কমলা। তাইত পিতা, এ কিসের কোলাহল ?

কর্ম্ম। অসন্তোষের কোলাহল। এরা আর এত সুখেও সুখ পাচ্ছেনা, দেশ আর এদের ভাল লাগছেনা। এরা একেবারে চন্দ্রলোকে যেতে চায়। সুতরাং তুমিও এখানে আদর পাবে না, আমিও পাবনা।

কমলা। আপনি যেখানে আদর পাবেন না, আমিত সেখানে স্থানও পাবনা।

কর্ম্ম। তাহ'লে আমার ব্যবহারের সামগ্রীগুলো সংগ্রহ কর। নিয়ে সূর্য্যোদয় হ'তে না হ'তে এস্থান ছেড়ে যাই চল।

কমলা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

সকলে। চল্ চল্—ওইদিকে—ওইদিকে।

১ম স্ত্রী। আরে মর মিনসে ঘাড়ে পড়িস্ কেন?

১ম পুরুষ। আরে মর্ মাগী! ঘাড় নিয়ে পথে বেরিয়েছিস্ কেন—ঝাড়া হাত পায়ে খোকসো আসতে পারিস্নি।

সকলে। চল্ চল্—

(এ উহাকে সে তাহাকে ঠেলিয়া কোলাহল করিতে করিতে গমন)

২য় পুরুষ। ওরে পথের মাঝে কে একজন রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সকলে। ঠেলে চল্—ফেলে চল।

[কর্ম্মানন্দকে ভূমে ফেলিয়া প্রস্থান।

কর্ম্ম। বেশ, প্রারম্ভেই এই। আর বিলম্ব করলে, আরও কত দুর্দ্দশা হবে, তার ঠিক কি।

(জনৈক পুরুষ ও জনৈকা স্ত্রীর প্রবেশ)

পুরুষ। যা'—সব মাটী হ'ল—সবাই আগে পৌঁছুল, সব সামগ্রী লুঠ হয়ে গেল, আমিই কিছু পেলুমনা! হতভাগা মাগীর জন্যে আমি সময়ে বেরুতে পারলুমনা, আমিই ফাঁক পড়ে গেলুম।

স্ত্রী। ওগো! আস্তে আস্তে, আমি চলতে পারছিনা!

পুরুষ। তোকে আর চলতে হবেনা, তুই খোঁড়া হয়ে পড়ে থাক্, আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। আমি কি তোর জন্যে সব খোয়াব—কত লোকে কত কি আনছে, আর আমিই কেবল ফাঁক পড়ে গেলুম। চলে আয়—চলে আয়।

স্ত্রী। ওগো তোমার পায়ে পড়ি।

পুরুষ। আরে তুত্তোর পায়ে পড়ি!

স্ত্রী। ওগো তোমার দু'টী পায়ে পড়ি।

পুরুষ। একটা হ'লনা, আবার দু'টো, নে, তবে পড়,—আমার পায়েই পড়্!

স্ত্রী। দাঁড়ালে কেন?

পুরুষ। তাইত, তাইত—দাঁড়ালুম কেন! এমন পথের মাঝে বালির গদি, এমন স্থানে না শুয়ে আমি দাঁড়ালুম কেন! (শয়ন) নে পা মেলিয়ে দিয়েছি—পড়্।

স্ত্রী। ও কি, তুমি পাগল হ'লে নাকি!

পুরুষ। আবার পা—গোল! তাহ'লে আমি বেনের পুঁটুলি হলুম—নাও, এই বারে তুমি পরীক্ষা কর—পা লম্বা কি গোল।

কর্ম্ম। এ যে দেখছি, আকাঙ্ক্ষার প্রারম্ভেই স্ত্রীপুরুষে বিবাদ! কি বাপু! তুমি পথের মাঝে শুলে কেন?

পুরুষ। তোমার কি চোক খারাপ হয়েছে—একি পথের মাঝ—এ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা—এখানে শুয়ে কত সুখ, শুয়ে তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে পার।

কর্ম্ম। যেরূপ মত্ত হয়ে চলেছো, তাতে পথে শোয়াই তোমাদের পরিণাম দেখছি।

স্ত্রী। ওগো! মশা'য়, বুঝিয়ে—ভুলিয়ে, আমার স্বামীকে তুলে দাও না গা!

কর্ম্ম। তোমার স্বামী যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাতে তাঁর ওঠবার ত লক্ষণ দেখছি না।

স্ত্রী। ওর যে অন্যায়, সবাই স্ত্রী পুরুষে যাচ্ছে—ও কেবল আমায় ফেলে যাবে।

কর্ম্ম। কোথায় যাচ্ছ?

স্ত্রী। নদীর ধারে কি একটা ফানুষ পড়েছে—তার ভেতর থেকে নাকি একটা বাছুর আর একটা গাই বেরিয়েছে। সবাই বলছে, কৈলাস থেকে নাকি কপিলা নেবে এসেছেন, যে যা চাচ্ছে, সে তাই পাচ্ছে।

পুরুষ। দেখ দেখি মশা'য়! সবাই সব পেলে, আর আমি ওর জন্যে ফাঁক পড়ে গেলুম।

কর্ম্ম। তোমরা কি আনতে যাচ্ছ?

পুরুষ। এইবারেই ত গণ্ডগোল, আনবার জন্যে বাড়ী ছেড়ে ত ছুটে এলুম—কিন্তু কি আনতে যাচ্ছি, তাতো জানি না। বল্ না কি আনতে যাচ্ছিস্?

স্ত্রী। আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে, তুই কি আনতে যাচ্ছিস তা আমি কি জানি। যা আনবি, তার ভাগ পাবো।

পুরুষ। দেখলে, ছোট লোক বেটীর আক্কেল দেখলে—পথের মাঝে ভদ্দরলোকের সামনে আমাকে ব্যভ্রম করে ফেললে! তোমার জন্যে আমি রাস্তায় কাদামেখে পড়ে রইলুম, আর কি আনতে যাচ্ছি আমি বলবো!

স্ত্রী। বলবো—আমি বলবো? কাদা মাথার গুমোর দেখাচ্ছ? তবে আমিও এই কাদা মেখে পড়ে রইলুম।

কর্ম্ম। বলি, যাচ্ছ যখন, তখন একটা অভাব অনুভব করেছ ত?

পুরুষ। অবশ্য করেছি।

কর্ম্ম। কি অভাব?

স্ত্রী। এইবারে ঠিক হয়েছে—বল্ মিনসে তোর কিসের অভাব ?

পুরুষ। তাই ত! কিসের অভাব! ধানভরা মরাই, ফল-ভরা গাছ, পুকুর পোরা মাছ, গরু বাছুর, ছেলে পুলে, গয়না কাপড়, টাকাকড়ি, এই এমন পেছনে-ছোটা স্ত্রী, আমার কিসের অভাব!

কর্ম্ম। কি অভাব জান না, তবু অভাব পূরণ করতে পাগলের মতন ছুটেছ ?

পুরুষ। ওইটুকুই ত মজা। দেখছ না, আমি কি একা ছুটছি, দেশশুদ্ধ লোক ছুটেছে।

স্ত্রী। বুঝেছি মশা'য়! চল্ বেআক্কেল ঘরে চল্।

পুরুষ। বটে! আমি চলে যাই, আর সবাই মজা ভোগ করুক।

কর্ম্ম। ভগবান সমস্ত উপভোগ্য বস্তু তোমাকে দান করে-ছেন—মূর্খ! তথাপি তুমি আবার কি ভোগ করতে চলেছ ?

পুরুষ। আমি তোমায় বলি, আর তুমি আগে গিয়ে আত্মসাৎ কর। কি ভোগ ?—কর্ম্মভোগ।

কর্ম্ম। তথাস্তু, তাই ভোগ কর। [প্রস্থান।

স্ত্রী। কি করলি মিনসে! ঠাকুরের অভিশাপ খেলি!

পুরুষ। খুব করেছি, তোমার মতন অমন পিছু-ডাকা স্ত্রী যেখানে, সেখানে কি আর সীতাভোগ খাব। নে—চল্, কর্ম্মই ভোগ করিগে চল। শুধু আমার নয়, আমার মতন যে যে এই মরীচিকার অন্বেষণে চলেছে, তারই কর্ম্মভোগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কমলার পুনঃ প্রবেশ)

গীত।

যাই যাই চলে যাই আর হেথা ঠাঁই নাই।
এরা আমায় ফেলে নেশার ঘোরে মেতেছে সবাই,
আমি কেঁদে পাছে ফিরি, আমারে দেয় দূর করি,
বলে 'কোথা হ'তে এলো আপদ বালাই।
আমি যাই চ'লে যাই---
আমার সাধের যাঁতা, সাধের চাকা, সাধের চর্‌কা খানি,
আমার সাধের মাকু, সাধের হাল, সাধের নেই ছেনি ;
আমার সাথের সাথী তারা—আমার প্রাণের বোন ভাই-
তারাও চ'লে আমার সনে, তাই শোকের সীমা নাই॥

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীরস্থ উপবন—অদূরে ব্যোমযান।

তক্ষক, শঙ্খিনী ও চন্দ্রদ্বীপবাসিগণ।

গীত।

শঙ্খিনী--- আহা এমন সোণার দেশ।
হেথা নাইকো দুখের লেশ॥
স্ত্রীগণ—হেথা গাছে গাছে লতায় পাতায় ফলেছে সন্দেশ
(থোলো থোলো)

পুরুষগণ—ভোগ ক'রতে ভাই, কেউ কোথাও নাই—
আছে কটী মেষ।

স্ত্রীগণ— তবে কাজ কর না শেষ—
এলিয়ে চিকন কেশ,

সকলে— মনের মতন বেশ ক'রে ঐ চল সোণার দেশ।

তক্ষক। যাও ভাই সব, যতক্ষণ না আমরা ফিরি ততক্ষণ ওই জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে থাক।

[তক্ষক ও শঙ্খিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তক্ষক। বস্! আর কি, আর কি, এতদিনে আমাদের পরিশ্রম সার্থক, জন্ম সার্থক।

শঙ্খিনী। আমাদের দেশের বরফ সার্থক, পেটের ক্ষিধে সার্থক। পেটের জ্বালায় আমরা ডুবরীণ কসেছি, হট্টমালাকে গ্রেপ্তার করেছি।

তক্ষক। জিজ্ঝাংষা, জুগোপিষা, চিকিমিষা, বিজীগিষা—

শঙ্খিনী। ও বাবা! ও কিগো! বুকটো ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠেছে। ও কিগো!

তক্ষক। ওই এখন আমাদের মূলমন্ত্র গো! ভয় কি, ভয় কি, মূলমন্ত্র শুনে কাতর হও কেন? তোমাকেও এই মন্ত্র অভ্যাস করতে হবে, দিবানিশি জপ করতে হবে।

শঙ্খিনী। আওয়াজ শুনেই যখন প্রাণ চমকে উঠল, তখন জপ করবো কেমন করে? অর্থটা কি বুঝিয়ে বল।

তক্ষক। জিজ্ঝাংষা অর্থাৎ কিনা জিঘাংষা, অর্থাৎ মূলমন্ত্র হচ্ছে সংহার—সব খেতে হবে। এখানকার মাটী থেকে আরম্ভ করে

মানুষ পশু পক্ষী ঘর বাড়ী—এমন কি উপরে খেচরদের মধ্যে ঘুড়ী আর নীচে চতুস্পদদের মধ্যে তক্তপোষ পর্য্যন্ত উদরগত করে হট্টমালার নাম সুধা দিয়ে গণ্ডুষ করতে হবে। বুঝেছো, কিন্তু জুগোপিষা, অর্থাৎ জুগুপ্সা অর্থাৎ মূলমন্ত্র গোপন করে রাখতে হবে—কাক পক্ষী পর্য্যন্ত কেউ যেন এ মনের কথা জানতে না পায়, জানবো কেবল তুমি আর আমি,—তা হলে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে চিকিমিষা অর্থাৎ চিকিৎসা - বোঝাতে হবে, তোমাদের বিষম রোগ—তোমরা অসুধ না খেলে আর বাঁচবে না। আর যেমন অসুধ ধরা, অমনি বিজীগিষা - অর্থাৎ সমস্ত দেশটী—(ইঙ্গিতাভিনয়) বুঝেছ?

শঙ্খিনী। বা! বা! কি কঠোর শ্রবণভেদী শব্দের ভেতর কি মধুর অর্থ, যেন বরফ-চাপা কমলমধুর কুল্পী। জিঝ্‌ঝাংষা, জুগোপিষা।

তক্ষক। চিকিমিষা—বিজীগিষা—কিন্তু প্রাণেশ্বরী সাবধান—এ মহামন্ত্র যেন কোন রকমে প্রকাশ না হয়।

শঙ্খিনী। বাপ্! এ কি একটা প্রকাশ করবার কথা—পরপুরুষের সঙ্গে রসালাপ যেরূপ স্বামীর কাছে গোপনীয়, এও তদ্বৎ—

তক্ষক। এই তাহলেই তুমি ঠিক বুঝেছ - বস্—তবে আরকি—জিঝ্‌ঝাংষা, জুগোপিষা—মুখে এক, প্রাণে আর।

শঙ্খিনী। চিকিমিষা বিজিগীষা—মুখে রোগের প্রতীকার, প্রাণে অস্ত্র ক্ষুরধার। তাহ'লে আর কেন—-এস আবিষ্কারে অগ্রসর হই—উঃ! কি মিষ্টতীব্র—মাটীতে সোণার গন্ধ—দেখছনা একি দেশ! এ যে একটী সোণার চাদর মোড়া, গোলাপী আতরের

পালঙ্ক। ক্ষীরের ওড়ন, মধুর পাড়ন—গায়ে জড়াও, প্রাণে জড়াও, দেদার খাও।

তক্ষক। নাকুর বদলে চাকু পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম।

শঙ্খিনী। আর চাকুর বদলে মাকু পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম।

গীত।

প্রাণ আর ধৈরয মানে না—
দেখেই তোমায় প্রাণ জ'লে যায় ও আমার চাঁদের কোনা।
তুমি লুকিয়ে আছ এতদূরে, আমরা খুজে মরি ঘুরে ঘুরে,
তাইতে এলুম তোমার ঘরে ক'রবো বলে আনা গোনা॥

তক্ষক। চুপ চুপ—লোক আসছে—লোক আসছে।

শঙ্খিনী। আসুক—আমার প্রাণে প্রেমের অকুল পাথার প্রবেশ করেছে।

তক্ষক। বলকি—বলকি—তাহ'লে আমার বেলুন ভেসে যাবে।

শঙ্খিনী। যাক্—আমি তোমায় ফুৎকারে চন্দ্রলোকে পাঠিয়ে দেব।

তক্ষক। এলো—এলো—করকি, শুনে ফেলবে।

শঙ্খিনী। কি করি প্রাণেশ্বর! এখানকার মাটার গন্ধে যে নেশায় বোঁদ হয়ে গেছি।

তক্ষক। বোঁদ হ'লে হবেনা—ধৈর্য্য চাই, ধৈর্য্যচাই! দেখ যদি কোন রকমে হট্টমালাবাসীরা আমাদের মনের কথা জানতে পারে, তাহ'লে বিষম বিপদ ঘটবে—বুঝেছো মদিরাক্ষী। যদি

নেশায় বোঁদ হয়ে, কোনও প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে ফেল, তাহ'লে তোমার এ বিশ্বপ্রেমের ফল প্রত্যাশী হয়ে, সবাই মিলে ধ'রে তোমা থেকে কলম বার ক'রে যে যার নিজের বাগানে পুতে ফেলবে। আর এদিকে (সুরে) আদরে আমাকে দড়ী দিয়ে নাকে

সেই গাছের গোড়ায়—চক্ষে ঠুলি—এস বঁধু এস বঁধু বলি
কত বুলি ব'লে দেবে ঘুরিয়ে
অমনি মরমে যাবলো মরিয়ে॥

শঙ্খিনী। বেশ, ধৈর্য্যই ধারণ করলুম।

তক্ষক। ধৈর্য্যধর, ধৈর্য্যধর—আর বল জিঝ্ঝাংষা, জুগোপিষা

শঙ্খিনী। চিকিমিষা, বিজিগীষা।

গীত।

তক্ষক। জিজ্ঝাংষা জুগোপিষা,
শঙ্খিনী। চিকিমিষা বিজিগীষা
উভয়ে। এসেছি পেটের দায় হট্টমালায় করতে মোরা বাসা।
(জিজ্ঝাংষা ইত্যাদি—)
তক্ষক। এখানে পেটটা খুব চলবে ভাল—নাইকো কিছু মানা,
শঙ্খিনী। দেখছনা গো চারদিকেতে চরচে ভেড়ার ছানা,
উভয়ে। এদের সব কটাকে ফেললে গালে মজা হবে খাসা।
(জিজ্ঝাংষা ইত্যাদি --)
তক্ষক। এরা পেটটা ভোরে খেয়ে খেয়ে হয়ে গেছে ঢোঁসা,
শঙ্খিনী। তাই যত পারি নেব শুযে—রাখব ফেলে খোসা,
উভয়ে। আহা এদের তরেই মোদের এত কষ্ট করে আসা।
(জিজ্ঝাংষা ইত্যাদি—)

(চন্দ্রবিন্দু, চিত্রকলা ও ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। ওই প্রভু! ওই। ওঁরা দু'জনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে, ওই অবস্থান করছেন।

চিত্র। চল চল—প্রাণেশ্বর! দেখা করবে চল।

চন্দ্র। ধীরে ধীরে রাণী—ধীরে আমার কোমর ধরো। দেখছনা ওই দূরে রসাল গাছের গোড়ায় ফানুষ বাঁধা—তোমায় দেখেই দুলছে, ঢাউস হয়ে ফুলছে—যেন হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে বলছে—

এঁস এস প্রিয়ে এস একটু তাড়াতাড়ি
তোমায় নিয়ে এক দৌড়ে চাঁদের কাঁধে চড়ি।

শঙ্খিনী। প্রাণরক্ষক তক্ষক—ঠিক বলেছিলে, মেষেরই দেশ বটে। দর্শনমাত্রেই জীব সড়্ সড়্ করছে।

তক্ষক। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো—কি করে দেখ।

চন্দ্র। ওরে কি

ভৃত্য। ভয়

হাসিমাখা—একটী

চন্দ্র। রসময়ি! তাহ'লে তুমি এগোয়, যেহেতু তুমি বড় রসাল ভালবাসো।

চিত্র। তাই যাচ্ছি—কিসের ভয়!

চন্দ্র। শুধু তুমি গেলেত হবে না, আমারওত যাওয়া চাই।

চিত্র। যাওয়া চাইত সঙ্গে এস।

চন্দ্র। সঙ্গে যদি একান্তই যেতে হয়, তাহ'লে তোমার আঁচলটা দাও।

চিত্র। ছি! তুমি বড় ভীরু।

চন্দ্র। আরে ভীরু নয়,—সাবধান। চিনিনি শুনিনি—কখন দেখিনি—ক্ষিধে পেলে কি খায়, তা জানিনি—তুমি আমার ননীর পুতুল, তার মুখের কাছে যাবে—কি জান আঁচলটা হাতে থাকা ভাল—যদি ভুলে তোমাকে মুখের ভেতর পূরে ফেলে তাহ'লে আঁচল আমার হাতে—ঘ্যাঁচ করে এক টান মারবো—আর হড়াৎ করে তুমি বেরিয়ে পড়বে। তার পরেই দে ছুট—কিন্তু তুমি আমার চেয়ে একটু দ্রুতগামিনী কিনা—আঁচলটা হাতে রইল, তোমার সঙ্গে ছুটতে না পারি, গড়াতে গড়াতে যাব।

(ভৃত্যের অগ্রগমন)

ভৃত্য। বেশ আমি এগিয়ে যাচ্ছি—এই আমাদের রাজা রাণী এসেছেন।

তক্ষক। য়্যাঁ—রাজা রাণী! (অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিতে করিতে) প্রভু! হটমালেশ্বর! হটমালেশ্বরী—আমরা

াদের দর্শন করতে

চন্দ্র। বটে! বটে!—ইঃ—ইঃ—প্রেয়সী—বিদেশী—প্রেম পিয়াসী—

চিত্র। কর কি—কর কি—সাধুভাষা—সাধুভাষা।

চন্দ্র। আচ্ছা আচ্ছা—আপনারা যখন প্রেমপ্রয়াসী হয়ে, এই রাত্রি শেষে, শারদীয় মাসে, আমাদের দেশে—

চিত্র। এক নিশ্বাসে, একটী ফানুষে চেপে আগমন করেছেন—

চন্দ্র। এবং নিজগুণে কৃপা করে, এই অধীন ও অধিনীকে দর্শন দিয়েছেন—

চিত্র। তাহাতে অত্রানন্দ পরং।

চন্দ্র। কিন্তু আমরা যে স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি বলে, এই ভুবনমণ্ডলে আপনাদের দম্পতীকে সম্প্রতি কোনও আনন্দ প্রদান করতে পারি—

চিত্র। তাহাতে সম্যক সন্দেহং।

চন্দ্র। তাহ'লে এই দীনের পর্ণকুটীরে পদার্পণ ক'রে তার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জে—

চিত্র। গুঞ্জরিত অলির ন্যায়—

চন্দ্র। কিছুদিন উপবিষ্ট হয়ে, অক্লিষ্টভাবে—

চিত্র। মধুপান করুন।

চন্দ্র। তাহ'লে—করুণাময় আর করুণাময়ীর কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

তক্ষক। আজ্ঞে মহারাজ! আমরা চন্দ্রদ্বীপ থেকে আস্‌ছি।

চন্দ্র। য়্যাঁ! চন্দ্রদ্বীপ! প্রাণেশ্বরী! শীঘ্র এঁদের সম্বর্দ্ধনা কর—এঁরা তোমার শ্বশুরের দেশ থেকে আসছেন।

চিত্র। বটে—বটে! তাই বুঝি ওঁকে দেখে আমার প্রাণটা কুটুম্বু কুটুম্বু করছে—আসুন—আসুন।

তক্ষক। চন্দ্রদ্বীপ শ্বশুর বাড়ী কি রকম?

চন্দ্র। আমার নয়—এঁর। তা বুঝি জানেন না—আমি যে চন্দ্রবংশ।

তক্ষক। বটে—বটে!

চিত্র। আমাদের কুটুম্বু! আসুন আসুন—

তক্ষক। আমাদের রাজা কোনও রকমে জেনেছেন যে, হট্টমালার রাজা ও রাণী বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন, তাই তিনি বল্লেন

শীঘ্র তোমরা বেলুনে চেপে, হট্টমালায় গিয়ে তাঁদের দুঃখ দূর কর।

চিত্র। বেলুন-ওর নাম বেলুন—তাইত ভাবি রুটী বেলবার সময় আমার প্রাণটা এত উড়ু উড়ু করছিল কেন?

চন্দ্র। বেশ—বেশ—শুনে বড়ই সুখী হলুম। কিন্তু আমাদের যে কি দুঃখ সেটাত বুঝতে পারলুম না!

তক্ষক। তা পারবেন না—হাজার চেষ্টা করলেও পারবেন না।

চন্দ্র। বটে! তাহ'লে সেত বেজায় দুঃখ। আমরা জানতে পারবো না—সেটা জানবে কে?

তক্ষক। জানবো আমরা—

শঙ্খিনী। আর জানাবো আমরা—

চন্দ্র। আর আমরা কেবল দুঃখু ভোগ করব? বাঃ বাঃ! কি দুঃখু-তাইত ভাবি—আমাদের কি একটা বিপুল দুঃখু—অথচ [redacted]বরতে গেলেই ফসকে যায়—বাঃ! বাঃ!

চিত্র। তাইত ভাবি! খাই দাই স্ফূর্ত্তি করি—তবু কেন--তবু কেন—আরও স্ফূর্ত্তি করি না। ঘুম পায় ত—আরও পায় না কেন? আবেশে গা টলেত আরও টলে না কেন?

চন্দ্র। স্ফূর্ত্তিতে বুক ফোলে ত আরও ফোলে না কেন?

তক্ষক। এই—এই বারে কতক কতক বুঝতে পেরেছেন। খেয়ে ক্ষিধে মরে যাবে? দিবারাত্রি খাব না?

শঙ্খিনী। ঘুমিয়ে ঘুমের নেশা যাবে—বারো মাস ঘুমুবো না!

তক্ষক। এই দেখুন আপনার হাতের দুঃখু—ছড়ি নেই (চন্দ্রবিন্দুর হস্তে ছড়ি দান)

শঙ্খিনী। এই দেখুন আপনার বুকে দুঃখু—ঘড়ী নেই (চিত্রলেখাকে ঘড়ী দান)

তক্ষক। এই দেখুন আপনার পায়ে দুঃখু—মোজা নেই

শঙ্খিনী। এই দেখুন আপনার নাকে দুঃখু—চস্‌মা নেই

(নানা ভাবে চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রকলাকে সজ্জিত করণ)

চিত্র। তাইত প্রাণেশ্বর! এ সব ত আমাদের কিছু ছিল না।

চন্দ্র। তাইত প্রাণেশ্বরী! এতকাল বড় দুঃখেই ত দিন যাপন করেছি!

তক্ষক। এখনও হয়েছে কি—আপনাদের অনন্ত দুঃখু—ঘরে চলুন—একটী একটী ক'রে দেখিয়ে দিইগে।

চন্দ্র। চলুন—চলুন—

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

এস এস—এগিয়ে নিয়ে যাবে এস—এঁরা এসেছেন—আমাদের দুঃখে কাতর হয়ে, এঁরা এতকাল পরে যুগলরূপ ধরে এসেছেন।

নাগরিকগণের গীত।

এসেছেরে তারা, তারা দুটী এসেছে রে
তাদের পরের প্রেমে নয়ন ঝরে, পকেট ভরে—তারা এসেছেরে—
তারা চন্দ্রলোকের দাদাদিদি, মোদের শোকে নিরবধি—এসেছেরে—
তারা কড়া প্রেমে বাঁধাবাঁধি—তারা এসেছেরে
তারা হ'তে ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝ'রেছেরে—তারা এসেছেরে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রাম্য-পথ।

কৃষকগণ।

গীত।

ওরে অসবতী শুনো শুনো ও—
ভরা যৌবনেনি নিচুপ থাওন যায়—
উন্মুর ঝুন্মুর কান্দিছে যে পরাণ তোমার পায়,
(ও কলিজারে)
বরা বাদ্দরে হ্যাহ ডাকৃছে গাঙে বান—
হোলা হুকায় কান্দার পাড়ে বুনছি আমন ধান,
হালের মুঠি করছিরে সমান (ওরে হায়)।
আমার দহিন-দারি ঘর বাধছি ব্যাং পাতায়
(ও কলিজারে)
আলান পালান উজার হইল গো—কে ছ্যাঁচ্‌বে পানি
আমার কাঁইদা কাঁইদা নানির ওগো চৈক্ষে পড়ছে ছানি
(ও কলিজারে)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

পুরস্ত্রীগণ

১ম স্ত্রী। নে বোন, শিগ্‌গির শিগ্‌গির হাতের কাজ গুনো সেরে নে। মোড়লরা সব মাঠ থেকে তেতে পুড়ে আসবে, তাদের আবার সেবা করতে হবে।

২য় স্ত্রী। হাঁ দিদি! আজকে নাকি মাঠে ভাল কাজ হচ্ছে না। যো বয়ে যাচ্ছে, ধান বোনা হচ্ছে না।

১ম স্ত্রী। কই তাতো আমি জানি না। তুই কি করে জানলি?

২য় স্ত্রী। ছোট মোড়ল এই মাত্র এসেছিল—হাতে পায়ে কাদা মেখে—এসেই আবার এক জোড়া বলদ নিয়ে মাঠে ছুটে গেল। আমি বল্লুম, এলে আর গেলে যে—সে বললে কি করবো—মাঠে আজ অর্দ্ধেক কৃষাণ আসেনি তারা সব সহরে কি একটা হুজুক দেখতে গেছে—এ দিকে যো বয়ে যায়—কাজেই নিজে নাঙ্গল না ধরলে নয়।

৩য় স্ত্রী। কই আমি ত তার কিছু জানি না। সহরে কি হয়েছে?

২য় স্ত্রী। সহরে কোথা থেকে না কি কে এসেছে।

অন্যান্য স্ত্রীগণ। কে এসেছে গা! কে এসেছে?

২য় স্ত্রী। তাতো জানি না—কোথা থেকে নাকি কিসে ক'রে কে এসেছে—

১ম স্ত্রী। তা যে আসুক—কৃষেণগুলো এলো না কেন?

(কেশিনীর প্রবেশ)

কেশিনী। তারা এতকাল ঘুমঘোরে অচেতন হয়ে মাঠে চাষ করছিল—এখন তাদের সেই বহুকালের ঘুম ভেঙ্গেছে, তারা সচেতন হয়ে সুখশয্যায় শয়ন করেছে।

১ম স্ত্রী। ওমা! কে তুমি?

কেশিনী। কে আমি, এখনও সম্পূর্ণ ঠিক করে বলতে পারছি না—যে হেতু এখনও আমার পরীক্ষা চলছে। উপরে চাঁদ আমাকে টানছেন—আর নিচে টানছেন, মাধ্যাকর্ষণ—এখন উপরে যদি আরোহণ করি, তাহ'লে আমি উল্কাপাত—আর নীচেয় যদি নেবে যাই, তাহ'লে একেবারে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম।

১ম স্ত্রী। ওমা! তাইত! কে—মকর!

কে। আর মকর নেই—এখন একেবারে চকোর, আকাশে আরোহণ করে চাঁদের সুধা খেয়ে বেড়াচ্ছি—

৩য় স্ত্রী। তাইত! তাইত! তোমার এ কি বেশ!

কে। এখন এই বেশ। তোমরা কি করছ—কাজ! ছি ছি! আর কর না—আমরা এত কাল অন্ধকারে ডুবেছিলুম, তাই নিজের সুখ দুঃখ কি তা বুঝতে পারিনি। কাজ অসভ্যে করে, যে সভ্য সে আমার মতন পোষাকে পরিচ্ছদে কেবল আমোদ আহ্লাদে লাটিমটী হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

৪র্থ স্ত্রী। এ বেশ তুমি কোথায় পেলে বোন?

কে। কেমন, এ বেশ তোমার চক্ষে ঠেকছে কেমন?

১ম স্ত্রী। ঠেকছেত ভাল, কিন্তু ভাই ধোপে টেঁকবে না।

কে। না টেঁকে তোমার আমার কি! চরকা না ঘুরিয়ে, তাঁত না দুলিয়ে, মাকু না চালিয়ে—সুতো না সরিয়ে, চোক না ক্ষরিয়ে,

—আর বেশি কত বলব—মন না মরিয়ে, যদি ঘরে বসে, পায়ের ওপর পা দিয়ে, যদি ওই রকম সামগ্রীর জোগান পাই, তাতে তোমার ওই ট্যাকসই শাড়ী কাপড়ের মুখে ছাই, তাতে লাভ কি ? এস বোন সকলেই আমরা এই বেশ পরিধান করি।

স্ত্রীগণ। ও দিদি ! আমরা পরবো—আমরা পরবো।

১ম স্ত্রী। র'স—ব্যাপার খানা বুঝতে দাও—

সকলে। আর আমাদের ব্যাপার বুঝতে দেরি সইছে না—আমাদের দেখতে দেখতে আলু থালু বেশ—শিথিল কবরী—

কে। বুঝি—দুঃখ বিভাবরী পোহাল।

১ম স্ত্রী। কোথায় পাওয়া যায়, না জানলে কেমন ক'রে আনিয়ে দোবো ?

কে। ও রাম ! এখনও এ জিনিষ কোথায় পাওয়া যায় জাননা ?

১ম স্ত্রী। তোমরা বোন সহুরে—আমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত—আমরা এ সব খবর তোমাদের কাছে না পেলে কোথা পাবো। তোমাদের আচার ব্যবহার দেখবো, তবেত বোন শিখবো।

কে। ও মা ! এটা পাড়াগাঁ—তাইত বলি—পথে আসতে আসতে জুতোর গোড়ালী বসে যাচ্ছে কেন—নাকে কি একটা বেজায় বিধ্‌কুটে বেমানান—বেওয়ারিষ গন্ধ লাগছে কেন।

১ম স্ত্রী। সে কি বোন—গোবরের গন্ধ—পুণ্যগন্ধ—এ তোমার নাকে বিধকুটে হয়ে গেল !

কে। গোবর ! কি ভীষণ পুতিগন্ধময় নাম—একটা বনচারী চতুষ্পদ জন্তুর পরিপাকাবশিষ্ট, অতি নিকৃষ্ট—তাই ! ছি ছি ছি ! তাই, এই ঘরের ভেতরে মেজের ওপরে—(নাসিকায় সুগন্ধ রুমাল সঞ্চালন)

সকলে। আ!—আ!—প্রাণ মেতে গেল! কি গন্ধ—কি গন্ধ—

১ম স্ত্রী। তাইত—এ কি গন্ধ!

কে। এখন বুঝতে পাচ্ছ। তোমাদের স্বামীরা, অর্থাৎ তোমাদের সোয়ামীরা, তোমাদের কি অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে আবৃত করে রেখেছে।

২য় স্ত্রী। তাইত—এত আমরা কিছু জানি না—আ!—আমরা কই কোথায়—প্রাণ মাতোয়ারা—আঁখি দিশেহারা—

১ম স্ত্রী। র'স—র'স—ব্যস্ত হয়ো না—আগে ওঁরা আসুন—জিজ্ঞাসা করি—

কে। ওঁরা—ওঁরা কি—বোন—তুমি কি অদস্ শব্দের বহু বচনের প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছ?

১ম স্ত্রী। ওঁরা কি জান না?—স্বামী।

কে। স্বামী! ও! (হাস্য) বুঝেছি—স্ব শব্দের উত্তর মীন্ প্রত্যয়—স্ব মানে আমি—আর মীন্ মানে মৎস্য। অর্থাৎ যিনি আমার মৎস্য—হাঁকরা, ভেটকী মৎস্য—বঁড়শীতে গাঁথ—আর ছিপে খেলাও—তাকে আবার জিজ্ঞাসাই বা কি আর ভয়ই বা কি।

১ম স্ত্রী। বেশ ভাই—এ সব কোথায় পাওয়া যায় বল।

কে। তোমাদের প্রভুরা কি খবর রাখেননি যে, আমাদের দুঃখ দূর করবার জন্য চন্দ্রলোক থেকে দাদা দিদি নেমে এসেছেন।

১ম স্ত্রী। কই তাতো আমরা কিছুই শুনিনি।

কে। আমাদের দুর্দ্দশা দেখে, তাঁদের কেবল নোলায় জল ঝরছে।

সকলে। ও মা সে কি নোলায় জল ঝরছে!

কে। তা বুঝি জান না—এরা হট্টমালার লোক নয় যে পরের দুঃখে চ'খে জল ঝরবে। আমাদের দেখে এদের যতই প্রাণ ফুঁপিয়ে উঠছে, ততই রসনা দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। সরমার পুত্রদের দেখনি—মেহনৎ হ'লে তাদের গা ঘামে না—জিব ঘামে।

২য় স্ত্রী। শুনেছি, অপ্সরাদের চোকের পরদা নেই—কাজেই চোকে জল থাকবার জায়গা নেই।

৩য় স্ত্রী। ব'স, বোন ব'স।

১ম স্ত্রী। ব'স মকর ব'স।

কে। (হাস্য) বস্‌বো! বস্‌বো কি—বসা জন্মের মতন হয়ে গেছে।

১ম স্ত্রী। সেকি—কোমরে বাত হয়েছে নাকি?

কে। সে সব কিছু নয়—সুস্থ সবল, সুকোমল, সরল—তা নয়—এ পোষাক পরা অবধি বসা কার্য্য শেষ হয়েছে। এক খাড়া, না হয় পড়া—আর বসতে হয়ত বড় জোর ত্রিশূন্যে ত্রিশঙ্কুর মত—পা ঝুলিয়ে ঘাড় হেলিয়ে আকাশ পথে অবস্থান করতে হয়।

১ম স্ত্রী। সেকি গো!

কে। এইও খানসামী!

নেপথ্যে। হাউ ডাউ—

১ম স্ত্রী। ওরে বাবা! পেতনী নাকি।

কে। ভয় নেই, ভয় নেই—ও আমার নিযুক্তা সেবিকা—এখন থেকে নিয়ম হয়েছে, মনিব যখন চাকর চাকরাণীকে ডাকবে, তখন তারা হাউ ডাউ বলে উত্তর দেবে। দোলন কেদারা লে আও।

(বালিকার প্রবেশ)

বালিকা। উঁই হুই (প্রস্থান)

কে। আর যেমনি হুকুম করা হবে, তখনই বলবে উঁই হুই— যে আজ্ঞে—যো হুকুম—কি আজ্ঞা করছেন—এই রকম যোগরূঢ় শব্দগুলো একেবারেই ব্যবহার করতে পাবে না—ওতে শ্রুতিমূলের কুণ্ডল কিছু বেশি দোদুল্যমান হয়।

(কেদারা লইয়া বালিকার পুনঃ প্রবেশ ও
কেদারা রাখিয়া প্রস্থান।)

তোমাদের এখানে বসবার সুবিধে হবে না বলে, আমি এই সকল সামগ্রী সঙ্গে এনেছি। (কেদারায় বসিয়া)

গীত।

কিবা হেলিছে দুলিছে অঙ্গ
কিবা পদতল, দোলে ঝলমল, যেন কমল করিছে রঙ্গ,
ছিল একখানি দেহযষ্টি,
এই দেখ সই, গুড়িয়ে গাড়িয়ে হয়ে গেল একমুষ্টি।
হাঁকরে দাও কি দৃষ্টি ? একি নয়নে নয়নে রঙ্গ ?
আনাড়ীর চোকে সুধার ঝোঁকে মদন দিয়েছে ভঙ্গ।

সকলে। বস—বস— একটু জল খাও—

কে। জল ! হা হা ! তোমাদের এই তরঙ্গহীন রসহীন জল কি মানুষে খায় ! খানসামী ! পাণি লেআও—

(সোডার বোতল লইয়া বালিকার প্রবেশ ও বোতল খোলা)

সকলে। ওগো—বোতলে বান ডেকেছে—পালাও পালাও— ঘর সামলাও ঘর সামলাও—

(নেপথ্যে —ভয় নেই ভয় নেই)

কে। ভয় কি—ভয় কি—(পানকরণ)

সকলে। ওমা সেকি—ঢেউ খেয়ে ফেললে!

২য় স্ত্রী। তাইত তাইত গভীর গর্জনে বান ডেকে এলো, আর তাই কিনা তুমি খেয়ে ফেললে!

(মণ্ডলের প্রবেশ)

মণ্ডল। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

১ম স্ত্রী। আবার কি হবে! দেখছ না—কে বসে রয়েছে দেখছ না?

১ম মণ্ডল। য়্যাঁ! তাইত—তাইত—দেবী! নমামি পুটুলিং দেবীং সবোতলাং উড়ুম্বরীং মার্জ্জনী কলসোপেতাং ধুচুনি শোভিত-মস্তকাং। (প্রণাম)

কে। কি! আমায় এখনও এরা চিনতে পারলে না!

(মণ্ডল-ভ্রাতৃগণের প্রবেশ)

ভ্রাতৃগণ। কাকে—কাকে?

কে। মরুক—আমি চললুম।

ভ্রাতৃগণ। হাঁ হাঁ—যেয়োনা—যেয়োনা।

[কেশিনীর প্রস্থান।

পুরুষগণ। কোথায়? কে উনি—কে উনি?

২য় স্ত্রী। কে উনি—যোগে যাগে তোমরা তাড়িয়ে দিলে—চল খুঁজে আনো—ধরে আনো' আমরা সাজবো—অমনি করে সাজবো—আর আঁধারে থাকবোনা—হাতে গোবর মাখবোনা—হাঁড়িতে হাত দেবনা—আকাশে দোল খাবো—বোতলে বান ডাকাবো আর তেষ্টা পেলে ঢেউ খাবো—চল—চল—এনে দেবে চলো।

গীত।

আমরা ঢক্ ক'রে ঢেউ খাব
হৃদ্ বোতলের ছিপি খুলে ফোয়ারা ছোটাব।
উঠবে খুলে তরল প্রাণ—
প্রেম নদীতে ডাকবে বান—
টুপ করে এক ডুবসাঁতারে কুলের পারে যাব।
তোমরা বঁধু বসে এ পারে—
মাথা খুঁড়বে—হাত পা ছুঁড়বে—
দেখবে হাঁ করে।
আমরা তুড়ি দিয়ে পড়ব সরে—
চখের পরে—দিন দুপুরে—হাত ধরে (ওগো দাদা-দিদির হাত ধরে)
আর থেকে থেকে আড়নয়নে চাব (তোমাদের দেখ্‌তে সাজা)।

সপ্তম দৃশ্য।

অরুণ-রঞ্জিত উপত্যকা।

তক্ষক ও শঙ্খিনী।

শঙ্খিনী। আমার ক্ষিধে পেয়েছে!

তক্ষক। সেকি! এই যে ভোরে বিছান থেকে উঠে জলযোগ করলে!

শঙ্খিনী। কই, কি খেয়েছি—মনে নেই।

তক্ষক। সেকি! মনে নেই—তিনটে মোষ, দশটা বরা, একুশটা ছাগল—এর কি একটাও তোমার মনে নেই!

শঙ্খিনী। একদম মনে নেই।

তক্ষক। একশো একটা ভেড়া ?

শঙ্খিনী। কই—স্মরণে আনতে পারছি না।

তক্ষক। আড়াই হাজার ডিম ?

শঙ্খিনী। কিঞ্চিৎ ক্ষীণস্মৃতি জাগছে—জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে—বোধ হচ্ছে আমি যেন কিছুই খাইনি। আমার ক্ষিধে পেয়েছে !

তক্ষক। হাঁ হাঁ -চুপকর -চুপকর পথের মাঝে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ ক'র না।

শঙ্খিনী। ওগো ! আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

তক্ষক। পথের -মাঝে এখন কি পাব তা তোমাকে খেতে দেবো।

শঙ্খিনী। কি অন্ধ ! দেখতে পাচ্ছ না। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী—বনে বনে দলে দলে হরিণ—মাঠে হাজার হাজার ভেড়া—জলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ—

তক্ষক। থামো থামো—ব্যস্ত হয়ো না—সমস্ত দেশটা যখন খেতে হবে, তখন রয়ে বসে ধীরে ধীরে খেতে থাকো। যে রকম ক'রে ভেড়া ছাগল মৃগ মহিষাদি খেতে আরম্ভ করেছ, তাতে ওঁরা আর বেশি দিন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে চরছেন না। দুদিন পরে দেখবে সব ফাঁক। তখন এদের ইহকাল পরকাল খাওয়া ভিন্ন আর গতি থাক্‌বে না। কতকটা এগিয়েছি—সব মোড়ল বেটাদের মাতাল ক'রে তুলেছি। এরই মধ্যে কত বেটার যকৃৎ পেকেছে, অর্দ্ধেক বেটাদের হাত পা কাঁপছে—ব্যস্ত কেন—ব্যস্ত কেন।

শঙ্খিনী। বুড়ো হাড়—ও খেয়ে বড় সুবিধে হবে না।

তক্ষক। কি, কচি? কচি?

শঙ্খিনী। গোড়ায় কোপ না মারলে কি আগাছা মরে!

তক্ষক। বটে! তাই ব'ল না—ওই যে—মনে করতে না করতেই—ওইযে।

(বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

ঐ সোণার বরণ অঙ্গে মেখে রবি উঠেছে।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরছে সোণা—সব ভরে গিয়েছে॥
সোণার লতা, সোণার পাতা, সোণার ফল ফুল,
সোণার ধানে সোণার নদীর ভরা দুই কুল,—
যতদূর চলে আঁখি সবই সোণাময় দেখি,
দিকে দিকে কাঁচা সোণা ঢেলে দিয়েছে—
সোণায় সোণায় খেলা ভাল মিলেছে॥

শঙ্খিনী। আহা হা! কাদের ছেলেরে! তোরা কাদের নয়ন-মণি, অঞ্চলের নিধি?

১ম বালক। আমরা আমাদের মায়ের নয়নমণি, অঞ্চলের নিধি।

শঙ্খিনী। যাদুধন! তারা তোমাদের মা নয়, ডাকিনী! কেমন ক'রে তারা এই ভোরে তোমাদের বিছান থেকে তুলে দিলে?

২য় বালক। আমরা রোজইত এমনি সময় উঠি। উঠে মাঠে যাই, গরু চরাই।

শঙ্খিনী। য়্যাঁ—এই সময়ে রোজ তোমরা মাঠে যাও!

তক্ষক। কি সর্ব্বনাশ! গরুচরাও (উভয়ের ক্রন্দন)

৩য় বালক। হাঁগা, তোমরা কাঁদছো কেন?

উভয়ে। (ক্রন্দনের স্বরে) তোমরা গরু চরাও!

১ম বালক। গরু চরাই—তুলো ক্ষেত থেকে তুলো তুলি—ক্ষেতে কলসী ক'রে জল ঢালি—

তক্ষক। আবার জল ঢাল!—

শঙ্খিনী। তোমাদের হাতে ব্যথা করেনা?

২য় বালক। সময় সময় করে—তবে অভ্যাস হয়ে গেছে।

তক্ষক। ছিছিছি—এই বয়সে তোদের মা তোদের এত কষ্ট দেয়!

শঙ্খিনী। আহা! পায়ে চিড় খেয়েছে—হাতে কড়া পড়েছে—গায়ে ময়লা, ধুলো—

৩য় বালক। তোমরা কেগা?

শঙ্খিনী। আমরা—আমরা—তোমাদের দাদা দিদি।

তক্ষক। কিসের জন্যে তোরা এমন দুঃখু করিস ভাই?

১ম বালক। আর কিসের জন্যে—দুমুঠো খাবার জন্যে।

তক্ষক। য়্যাঁ! এই তুচ্ছ জিনিষের জন্যে এত মেহনৎ—আয় আমরা তোদের খাবার দিই। (লজেঞ্জেস প্রদান)

শঙ্খিনী। এই কচি হাতে এত মেহনৎ!—খা যাদু খা—পেটভরে খা।

বালকগণ। (খাইতে খাইতে) তাহ'লে আমরা কি করবো?

তক্ষক। তোমরা কেবল বসে বসে খাবে—

বালকগণ। আর আমাদের কাজ করবে কে?

তক্ষক ও শঙ্খিনী। আমরা করবো। রোজরোজ তোমাদের কাজ করবো আর তোমরা বসে বসে কেবল খাবে—

বালকগণ। বা—বা! কি চমৎকার—কি মজা!

১ম বালক। ক'য়ে আকার দিলে কা—

বালকগণ। দাদা দিদি খেটে মরুক—তোরা মাঠে চ'রে খা'।

তক্ষক। খেতে খেতে জাহান্নমে যা'।

২য় বালক। ক'য়ে ই কার দিলে কি—

বালকগণ। আমরা এবার অঙ্গ ঢেলেছি।

তক্ষক ও শঙ্খিনী। আমরাও হট্টমালা গালে তুলেছি।

৩য় বালক। কয়ে উকার দিলে কু।

বালকগণ। আমরাও কাজে লাগাই ফু।

শঙ্খিনী। তাহলেই হট্টমালায় ভূ।

[সকলের প্রস্থান।

(ফেলু ও ভেলুর প্রবেশ)

ফেলু। ওরে ভাই! কেন মিছে তকরার করিস্—এখনও বলছি সোণাটুকু নে।

ভেলু। ওরে ভাই! কেন মিছে মাথা খারাপ করিস্—ও আমার পাওনা নয়, তোর জিনিষ তোর কাছে রেখে দে।

ফেলু। তুই বুঝতে পারছিস্ না—এ তোর।

ভেলু। তুই বুঝতে পারছিস্ না--এ তোর।

ফেলু। ওরে ভাই, আমাকে পাপে ডোবাসনি।

ভেলু। তবে কি পাপে ডুববো আমি—তোমার সোণা আমি ব্যবহার ক'রে কি নরকে যাবো? আর তুমি স্বর্গে ব'সে

ব'সে আমার নরকভোগটা দেখবে। ভ্যালা আমার হিতকারী বন্ধু এলেন ? যাও, যাও—পথ ছাড়। উনি পেলেন সোণা কুড়িয়ে আমি তাই নিতে যাবো।

ফেলু। আমি কি আমার বাবার সোণা কুড়িয়ে পেলুম যে ঘরে নিয়ে যাবো ?

ভেলু। কার বাবার সে তুমি বোঝগে !—

ফেলু। তোর জমীতে কুড়িয়ে পেয়েছি, সে আর কার বাবার হবে !

ভেলু। 'আমার বাবা এমন বোকা ছিল না যে, জমীতে সের খানেক সোণা পুতে রেখে দেবে।—ও তোর ধন— যক্ষি তোর জন্যে আগলে বসেছিল, তুই যেমন গেলি, অমনি তোর হাতে তুলে দিলে।

ফেলু। দোহাই ভাই—তোর পায়ে পড়ি—নে।

ভেলু। দোহাই ভাই—তোর পায়ে পড়ি—ছেড়েদে—আমার ঢের কাজ আছে—পাঁচখানা বঁটী, তিনখানা কাস্তে, একখানা নাঙ্গলের হাল—আজ আমাকে তইরি করতেই হবে—সন্ধ্যে বেলায় খদ্দেরকে দিতেই হবে—এখন থেকে কাজ সুরু না করলে পেরে উঠবো না—কথার খেলাপ হবে।

ফেলু। ওরে ভাই, আমাকেও যে দু'জোড়া কাপড় বুনতে হবে—এখন থেকে আরম্ভ না করলে পারবো কেন ? নে ভাই নে।

(পরস্পরে অনুরোধাদি।)

(তক্ষকের প্রবেশ)

তক্ষক। ঝগড়া কেন—ঝগড়া কেন—কি হয়েছে ?

ফেলু। এই—এই—ঠিক হয়েছে—বলুনত ম'শায়—বিচার করুন ত।

তক্ষক। মশাই নয়রে ভাই—আমি তোদের দাদা। কিসের বিচার—বল, এখনি করছি।

ফেলু। বেশ দাদা! বিচার করত!

ভেলু। আচ্ছা, বেশ বেশ, কর ত দাদা। এই লোকটী এক-তাল সোণা কুড়িয়ে পেয়েছে—পেয়ে বলে কিনা এ তোমার সোণা।

তক্ষক। বটে—বটে! ও কুড়িয়ে পেয়েছে—পেয়ে তোমায় দিতে চাচ্ছে?

ভেলু। হাঁ—দেখ দেখি কি অন্যায়!

ফেলু। দাদা—সেই সঙ্গে আমার কথাটাও শোনো। সোণা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সত্য, কিন্তু এই ব্যক্তির জমী থেকে পেয়েছি।

তক্ষক। বেশ, আমি বিচার ক'রে দিচ্ছি।

উভয়ে। করত দাদা, দয়া করে বিচার করে দাওত!

তক্ষক। আর বিচার আমিইবা করবো কেন—বিচার একটু বাদে তোমরাই করতে পারবে।—এই নাও দেখি, এই জিনিষ দু'জনে একটু একটু ক'রে ঢুক ক'রে খেয়ে ফেল দেখি।

উভয়ে। এ কি!

তক্ষক। এ হচ্ছে চন্দ্রসুধা—পান করা মাত্র অমরত হবেই, সেই সঙ্গে দিব্যচক্ষুও খুলে যাবে। এ জিনিষ যে কার, যেমনি পানটি করা অমনি বোঝা!

উভয়ে। বটে, বটে! কই দাও দাদা—শিগ্‌গির দাও।

তক্ষক। এই নাও।

(মন্ত্রদান।)

উভয়ে। (পান করিয়া) বা ! বা ! একি মজা ! একি মজা !

তক্ষক। ঠেকছে কেমন— ঠেকছে কেমন ?

ফেলু। ঠেকছে ঠেকছে—একি ঠেকছে—এযে প্রাণে একেবারে ফাল পাড়ছে—তেরে রেরে···

ভেলু। গিজিঘিনি গিজিঘিনি -ঝাঁ! দেভাই—এইবারে আমার সোণা দে !

ফেলু। বলকি—প্রাণসখা !

ভেলু। এই যে আমাকে দিতে আসছিলি !

ফেলু। যে দিতে আসছিল, সে শালা চলে গেছে। তেরে রেরে—

ভেলু। বটে ! আমার জমীর সোণা—

ফেলু। ধন ধনা ধন ধনা দর্পনারয়ণা—ঘরে গিয়ে চিবিয়ে মারো ছাঁচি পানের দোনা। আর কেন তুমি এইখানে শুয়ে পড় আমি চললুম।

ভেলু। চলবি কিরে শালা—দিয়ে যা।

ফেলু। বলিস্ কিরে শালা—দেয়কে !

তক্ষক। হা হা কর কি—কর কি—আমি পাইয়ে দিচ্ছি—দেখি (সোণা লইয়া) এ তোমারও নয়—তোমারও নয়—আমি মেহনৎ করে বিচার করে দিলুম—এ আমার—যাও—এইবারে যথাস্থানে যাও। (ফেলু ও ভেলুকে বহিষ্করণ)

(নারিকেল লইয়া শঙ্খিনীর প্রবেশ)

শঙ্খিনী কি করলে ! ও দু'টো মারামারি করে মরছেল কেন ?

তক্ষক। শেষ কেল্লা জয় করলুম।

শঙ্খিনী। বেশ করেছ—আমিও হাট ক'রে এই ফল নিয়ে এলুম। তাঁতী তাঁত ভেঙ্গেছে—কামার মত্ত হয়ে আপনার পায়ে চোপ মেরেছে—কুমোর জালার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে বসে আছে—চাঁদের সুধা খেয়ে সকলেই উন্মত্ত—হাট ভেঙ্গে চূরে ছারখার—খদ্দেরের হাহাকার। এই নাও—কার্য্যশেষের পুরস্কার স্বরূপ ফল খাও।

তক্ষক। বা বা! কি সুন্দর ফল! এ দেখছি একটা বড় গোছের মেওয়া!

শঙ্খিনী। খেয়ে দেখ, নইলে বুঝবে কি ক'রে।

তক্ষক। (ছোবড়া চিবাইতে চিবাইতে) আরে গেল একি! এতে রস কই—আরে দূর—একি! এ কোথায় পেলে?

শঙ্খিনী। খাও খাও—একটু ধীরভাবে—অধ্যবসায় সহকারে খেতে আরম্ভ কর—রস পাবে।

তক্ষক। (চিবাইয়া) আরে দূর।

শঙ্খিনী। ফেলনা ফেলনা এই নাও—আঁটী খাও—এর সব রস আঁটীতে।

তক্ষক। (আঁটী চিবাইয়া) হাঁ এথেকে রস না বেরুক ঘী বেরুবার সূচনা হয়েছে—এর বাড়ী তোমার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দি—কি বল?

শঙ্খিনী। সেকি প্রাণেশ্বর! তোমাকে কি আমি রহস্য করলুম— এ হচ্ছে তোমার কার্য্যের পুরস্কার। (নারিকেল শস্য দান।)

তক্ষক। (খাইয়া) বা! বা!—সরবৎকে সরবৎ—রোটীকে রোটী—বা বা!

শঙ্খিনী। আবার হয় কোথায় জান—আমাদের চাঁদের কাছ বরাবর—আমি ঠকেছিলুম—তাই তোমাকে ঠকিয়ে আমোদ করলুম। যাক্ এইবারে কর্ত্তব্য কি?

তক্ষক। আবার কর্ত্তব্য কি! আমাদের ভাই ভগিনী সব সতৃষ্ণনয়নে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে—চল তাদের নিয়ে আসি।

শঙ্খিনী। ওই তোমার প্রিয় মেষ সম্প্রদায়—সুধার গুণে এক একটী বাঘ হয়ে ছুটে আসছে।

(উল্লাস করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। এই যে—এই যে—দাদা—দিদি—

১ম নাগরি। আমাদের কাজের দফা রফা করে পালিয়ে এলে চলবেনা।—দিদি দাদা—সুধা—সুধা।

সকলে। সুধা—সুধা—আরও সুধা।

তক্ষক। এই যে ভাই, আনতে চলেছি।

সকলে। শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—বিলম্ব সইছেনা—সুধা—সুধা।

শঙ্খিনী। আমরা সবে একটী জোড়া—তোমরা সুধা খাবে ঘড়া ঘড়া—কোথা পাব? আরও দু'পাঁচ জোড়া—সঙ্গী আনি—তারপর তোমাদের সুধাসাগরে ভাসিয়ে দেব।

সকলে। দাও দাও শিগ্‌গির দাও।

গীত।

স্ত্রীগণ। সুধার সাগরে সাঁতার দেও।

পুরুষগণ। খেয়েছি কাজের মাথা—ধরেছি শুধুই কথা—
যখন কাজ নাইকো হেথা বগল বাজাও বগল বাজাও।

স্ত্রীগণ। প্রাণের মাঝে উঠ্‌ছে ঢেউ, সুখটা কি বুঝলেনা কেউ
পুরুষগণ। ন্ম বোঝ ছিপি খুলে বোতলে জমে যাও।
স্ত্রীগণ। সুধার গুণে মরুভূমে বড় বড় গাছ,
পুরুষগণ। নদীতে পাখী, আকাশে হাঙর কুমীর মাছ,
স্ত্রীগণ। বেড়াল ডাকে কুহু কুহু—
পুরুষগণ। আর কোকিল ডাকে ম্যাও—
সকলে। উন্নতির এমন নজীর আর কি চাও আর কি চাও

রঙ্গ-পট

অষ্টম দৃশ্য

কক্ষ।

চন্দ্রদ্বীপবাসিগণ।

গীত।

অসম্ভব পীরিতের কথা—
তার ওপর নীচে গণ্ডগোল, নাইকো মুণ্ড নাইকো মাথা,
হাত বাড়িয়ে দিতে গেলুম কোল,
পীরিত ফুলে হোল ঢোল।
(বোল হুররে বোল
পীরিত ধরতে গেলুম পিছ্‌লে গেল—
মর্ম্মে মর্ম্মে—রইলো গাঁথা॥

তক্ষক। চল, ভিতরে চল - ভিতরে চল - ভোজ লাগাও —ভোজ লাগাও।

[সকলের প্রস্থান।

(চন্দ্রবিন্দু ও ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। প্রভু! প্রভু!

চন্দ্র। কিরে ?—কিরে ?

ভৃত্য। আনন্দ—আনন্দ!

চিত্র। কিসের আনন্দরে!

ভৃত্য। তা এখনও ঠিক করতে পারিনি। কিন্তু ভারী আনন্দ!

চন্দ্র। কোথায় রে ?

ভৃ। আপনার ঘরে।

চন্দ্র। কে করছে রে ?

ভৃত্য। তা বলতে পারছি না। জানবার জন্যে গিয়েছিলুম,—কিন্তু জানতে পারলুম না! আমায় ঠেলে তাড়িয়ে দিলে। চাকরদের কাউকে খাটাচ্ছে—কাউকে তাড়াচ্ছে—কিন্তু ভারী আনন্দ!

চিত্র। কে তাড়িয়ে দিলে? আমার ঘর থেকে তোকে কে তাড়িয়ে দিলে ?

ভৃত্য। দুটো ধাক্কা খেয়েইত আহ্লাদে চোক বুজে গেল—কে তাড়িয়ে দিলে দেখতে পেলুম না! ভারী আনন্দ—প্রভু! ভারী আনন্দ! আপনাদের ঘরে মহা ধূম লেগে গেছে।

চন্দ্র। ওরে আমার ঘরে ধূম কিরে! চল্ —চল্—চল্।

(তক্ষক ও শঙ্খিনীর প্রবেশ)

চন্দ্র। কে এত রাত্রে আমার ঘরে ছুটোপাটী করে ?

তক্ষক। কেও—আপনি? এসেছেন—ভালই হয়েছে। আমাদের সব ভাই ভগিনীরা এসেছেন!

চন্দ্র। এসেছেন?

তক্ষক। এসেছেন।

চন্দ্র। তা হোলেত আনন্দের কথাই বটে!

শঙ্খিনী। আমরা আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো তা বুঝতে পারছিনা।

চন্দ্র। দরকার নেই—দরকার নেই। ও না বোঝাই ভাল।

তক্ষক। তাদের সব ভোজের আয়োজন করেছি।

চন্দ্র। বেশ করেছেন, বেশ করেছেন—আমাদের অপেক্ষা রাখেননি বেশ করেছেন।

শঙ্খিনী। তাঁরা এসেই আপনার ঘরটাই পছন্দ করে ফেলেছেন।

চন্দ্র। বটে—বটে! কি অনুগ্রহ! কি অনুগ্রহ!

তক্ষক। আপনাদের ঘরেই তাঁদের নিশাভোজের স্থান করেছি।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। তা বেশ করেছেন! কিন্তু আমাদের শয়ন ঘরটায় ভোজের ব্যবস্থা না করলে কি হত না?

শঙ্খিনী। ছি ছি—ভগিনী! অমন উগ্র হয়ে কথা কইবেন না।

চন্দ্র। ছি ছি! উগ্র হয়ে কথা কয়োনা—ব্যগ্র হয়ে চুপ কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সৌভাগ্য যে তাঁরা এসেছেন।

চিত্র। এসেছেন ভালই করেছেন—তাবলে কি—

শঙ্খিনী। হাঁ হাঁ—মনেও পাপ কথা আনবেন না। আপনি দেখছি ভাল রকম আদব জানেন না। সেখানে সব মহিলারা আছেন। আপনারা অসন্তুষ্ট জানলে, তাঁরা আর খাবেন না।

চন্দ্র। ওরে বাবা! খাবেন না কি! তাহ'লে আমার পিতৃপুরুষ চটে লাল হয়ে যাবেন। চল প্রিয়তমে! অতিথির সৎকার করিগে চল।

তক্ষক। ও বাবা! তা হবে না!

চন্দ্র। ওরে বাবা! কি করে ফেলেছিলুম রে!

তক্ষক। সর্ব্বনাশ করে ফেলেছিলেন। ওরে বাবা! ও কথা মুখেও তুলবেন না। সেখানে মহিলা আছেন।

শঙ্খিনী। আপনাদের এ কুৎসিত ব্যাধিপূর্ণ দেহ দেখলেই তাঁরা ভিরমি যাবেন।

চন্দ্র। য়্যাঁ—এত কোমল—তাঁরা এত কোমল! প্রাণে কি তাঁদের ভিরমি কুসুম জড়িয়ে আছে!

চিত্র। তা হলে আমরা কি করব?

শঙ্খিনী। হাঁ হাঁ—আস্তে কথা ক'ন—আপনার কর্কশবাক্যে তাঁদের কানে তালা লাগবে।

চন্দ্র। ধীরে ধীরে—প্রাণেশ্বরি—ধীরে—বুঝি এতক্ষণ লেগেই গেছে।

চিত্র। আমার ঘরে অতিথি, আর আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো?

শঙ্খিনী। ভগিনী! আপনি বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন। সুতরাং যন্ত্রণাজনক আবশ্যকতার তলায় পড়ে, আমরা আপনাকে স্থানত্যাগ করাতে বাধ্য হবো।

তক্ষক। এই ঠিক কথা বলেছ—ইনি দেখছি কিছুতেই মীমাংসার ভেতর আসতে চাচ্ছেন না। কেউ আছ—(সিপাহীর প্রবেশ) এই এঁদের তুজনকে ধরে বাগান বাড়ীতে পূরে রেখে এস।

সি। যো হুকুম হুজুর! এই হুজুর! চলিয়ে—

শঙ্খিনী। হাঁ হাঁ - সেখানে জায়গা নেই—সেখানে আমার প্রিয় খানসামারা অবস্থান করছে।

চন্দ্র। এরি মধ্যে, ছেড়ে আসতে না আসতে—বা! বা! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

তক্ষক। তা হলে, গোয়ালবাড়ী —

শঙ্খিনী। ও বাবা! সেখানে প্রিয় ছাগমেষ, আর কুক্কুট পেরু সডিম্ব বিরাজ করছেন।

তক্ষক। ভ্যালা আপদ! তাহ'লে এঁদের কোথায় রাখি! আমাদের অমূল্য সময় সব নষ্ট হচ্ছে যে!

চন্দ্র। তাহ'লে এক কাজ করুন না কেন—আমাদের তু'টীকে একটু মসলা সিক্ত করে, একটা সঘৃত উত্তপ্ত কটাহে বার তুই উলটে পালটে নিয়ে উদরের একপাশে রেখে দিন না কেন!

শঙ্খিনী। হয়েছে—ওই দূরে বটগাছের তলায়, ওই যে সুদৃশ্য সুহাস্য চিত্রপটতুল্য বট—ওর তলায়।

তক্ষক। ঠিক বলেছ। আসুন প্রিয়বন্ধু—ওই বটবৃক্ষের তল একেবারে প্রকৃতির লীলাস্থল—সেখানে যুগলে বসে—সুশীতল সমীরণ সেবন করতে করতে বিমল আনন্দ উপভোগ করবেন চলুন।

চন্দ্র। বা! বা! চলুন চলুন। এখনি আহা—প্রাণ একেবারে পাগল হয়ে আগে থাকতেই ওর তলায় গিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছে।

শঙ্খিনী। প্রিয় ভগিনী—আপনাকে আমরা কত প্রকাণ্ড ভালবাসি এই এক কথাতেই বুঝে নিন—আপনাদের সুখী করতে আমরা সজল চক্ষে আপনাদের প্রকৃতির বক্ষে নিক্ষেপ করলুম।

চন্দ্র। বস্—কি ভালবাসা—কি ভালবাসা!

নবম দৃশ্য।

গ্রাম্য-পথ।

বেদিনীগণ।

গীত।

তোরা কে নিবি সোণার চাঁদ—
আমরা বেদিনী বেদে কোমর বেঁধে—
পেতেছি চাঁদ ধরা ফাঁদ।
গাছের ডালে লুকিয়ে পাখী প্রেমের কথা কয়,
আমাদের প্রাণেতে না সয়;
আমরা ধরে তারে খাঁচায় পুরি নাইক' তাতে দাদ ফরিয়াদ
এ ফাঁদে ছাঁদ্‌বো দুটী পা,
চাঁদের কিরণ শক্ত বাঁধন বাঁধ্‌লেত আর খুল্‌বে না,
যদি সাধ থাকে আয় এই ফাঁকে
কেন প'ড়ে যাবি বাদ॥

দশম দৃশ্য।

শ্মশান সন্নিকটস্থ বটবৃক্ষ।

(তক্ষক ও চন্দ্রবিন্দুর প্রবেশ)

তক্ষক। আমি দেখছি, বটগাছের তলাও—আপনার যোগ্য-স্থান নয়।

চন্দ্র। না, কেমন ক'রে হবে—ওপরে ছাওয়া আছে।

তক্ষক। বুঝুন—আপনি প্রাকৃতিক রৌদ্রের উত্তাপ পাচ্ছেন না। চিকিৎসকে বলেছেন রোদ্দুর না পেলে আপনার রোগ সারবে না। আপনার দেহে কতকগুলো কীটানু আছে, তারা ছায়া পেলেই পুত্র কন্যা প্রসব করে। পাছে তারা আমাদের ঘরে খড়া বেয়ে ওঠে তাই আপনাকে একেবারে নীলাকাশ তলে রাখতে এসেছি।

চন্দ্র। আহা! আমার কি উপকারই করছেন। কীটানু বেটারা—পাজী বেটারা—তোদের যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখ্‌তে পেলে কাণমলে তোদের কাণ ছিঁড়ে দিতুম—

তক্ষক। এই তাহ'লেই আপনি ঠিক বুঝেছেন—তার ওপর আপনি বড় দুর্ব্বল—কখন আছেন কখন নেই—যমমন্দিরে আপনাকে অতি শীঘ্রই যেতে হবে—চিকিৎসক বলেছেন, আপনার সেখানে চলে যেতে বড় কষ্ট হবে। তাই আমি আপনাকে সে পথের খানিকটে এগিয়ে দিতে এসেছি।

চন্দ্র। কি উপকারই করছেন—এই এতটা পথ আমি যে কি করে হেঁটে আস্‌তুম তাই ভেবে আকুল হয়ে পড়েছিলুম।

তক্ষক। আপনি আমাদের যে এতকাল পরে বন্ধু বলে চিন্‌তে পেরেছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি ভাবিত হবেন না। মনে করছেন যে আপনি একলা এখানে এসেছেন—তা নয়। আপনি আমাদের বন্ধু, পাছে লোকজনের অভাবে কষ্ট পান তাই আপনার অনেক আত্মীয় স্বজনকে আগেই এ শ্মশানে পাঠিয়েছি—তারা আপনার অভ্যর্থনার জন্যে ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করচে—আরও বহুলোক আপনার পিছন পিছন আস্‌চে। (করমর্দ্দন করিয়া তক্ষকের প্রস্থান।)

চন্দ্র। অজ্ঞাত কুলশীল অতিথিকে আশ্রয় দিয়েছিলুম, তার ফল এই শ্মশান। বেশ, আতিথ্যধর্ম্মের যদি এই ফল, তাহ'লে দুঃখ কি। এখানে সকল দুঃখের অবসান। যদি আর এক পা এগুই তাহ'লেই লয়—কিন্তু যদি এখান থেকে ফিরি, তাহ'লে নূতন জীবন। কি করবো? ফিরবো—না—এগুবো। এগুলে এখনি মৃত্যু—ফিরলে—বড় জোর মৃত্যুভয়। তাহ'লে ফিরি—এখনি মরব? যখন সকল জাতিই বিদ্যুৎবেগে উন্নতির পথে চলেছে, তখন আমরাই কেবল আমাদের হট্টমালাকে নিয়ে শ্মশানের আগুনে ঝাঁপ দেব! না, ফিরি! ফেরবার বল কি পাব না? তবে অন্যে পায় কি করে? কে দেয়—কোন অমৃত প্রস্রবিনী থেকে শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়? শুনেছি—তিনি শ্মশানেই বাস করেন। তাহ'লে শ্মশানেশ্বরী! আমাকে ফিরিয়ে দাও।

(কমলার প্রবেশ)

গীত।

এমন অসময়ে ঘুম ভাঙালে কে?
কোন গগনের সীমা হ'তে কে মোরে ডাকে?

করুণ রোদন ক'রলে আকুল
উথ্‌লে উঠে নদীর দুকূল
ভাসায় আমাকে।
এ অবেলায় দেখ্‌ছি আমায় ফেল্‌লে বিপাকে—
(আমি) দেখছি যেন আমার তারা
এত দিনে মাতৃহারা
বুঝ্‌তে পেরে কেঁদে সারা জননীর শোকে ॥

কমলা। ফেরবার মন করেছো—আর কাল বিলম্ব কর না। ফিরে এস মহারাজ!—ফিরে এস। দেবতার ঘুম ভেঙ্গেছে—সম্পদ আবার তোমাকে আশ্রয় দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে। ডাকো—মাকে ডাকো।

চন্দ্র। মাতৃভূমি! এখনও যে তুমি আছ মা! তুমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ—ক্ষুধা পেলে এখনও আহার দিচ্ছ—তৃষ্ণায় মাতৃস্তন্যের ন্যায় শীতল নীরধারা নির্ঝর স্রোতের সঙ্গে বর্ষণ করছ! তুমি যখন আছ, তখন আমার নেই কে! এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি—দীর্ঘনিশান্তে নব প্রভাতে জাগরিত পুত্র কন্যার উল্লাস কলরবে ভরা আমার বিশাল সংসার। মা! ঐ সংসারে আমায় ফিরিয়ে নাও—

(কর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

কর্ম্ম। শুধু ফিরলে হবে না। যখন শ্মশানে এসেছ—তখন এই পূণ্যাগ্নিসেবিত ভূমির পূজা কর—এখানে সকল স্বার্থ বলি দাও। আলস্য ঔদাস্য—মান অভিমান—সমস্তই এই পূণ্যানলে আহুতি প্রদান কর। দিয়ে ফেরো, আর পশ্চাতে চেয়োনা—আর শ্মশানকে সম্মুখ ক'র না।

(পট পরিবর্ত্তন)

উজ্জ্বল দৃশ্য।

সুজলা সুফলা শিল্প-সেবিতা হট্টমালা।

মধ্যে সহচর-সহচরীগণ পরিবৃতা দেশ-লক্ষ্মী।

শ্রী-রঙ্গিণীগণের প্রবেশ ও গীত।

দীঘল রজনী পরে ভেদিয়া আঁধারে
হারানিধি ফিরে এল ঘরে।
হাতে নে বিজয় ভার গেঁথে নে কমল হার
কাঞ্চন তোরণ দ্বার খুলে দেরে খুলে দেরে।
আসে হৃদয় রাজা
ষড়জে শঙ্খ বাজা
সাজাগো রচনা ভারে ভারে। (শিল্প)
তুলে নে তুলে নে শ্যামল আসনে
পূণ্যঘন শিরে ঢেলে দেরে ঢেলে দেরে।

যবনিকা।